জাতিসংঘের শরণার্থী ও অভিবাসন সংক্রান্ত আসন্ন সম্মেলন নিয়ে উদ্বিগ্ন নাগরিক সমাজ

জলবায়ু বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা এবং সমঝোতা কৌশল পুনর্গঠন আবশ্যক

জলবায়ু স্থানচ্যুতি আমাদের জাতীয় সমস্যা, কোন মন্ত্রণালয়ের একক সমস্যা নয়

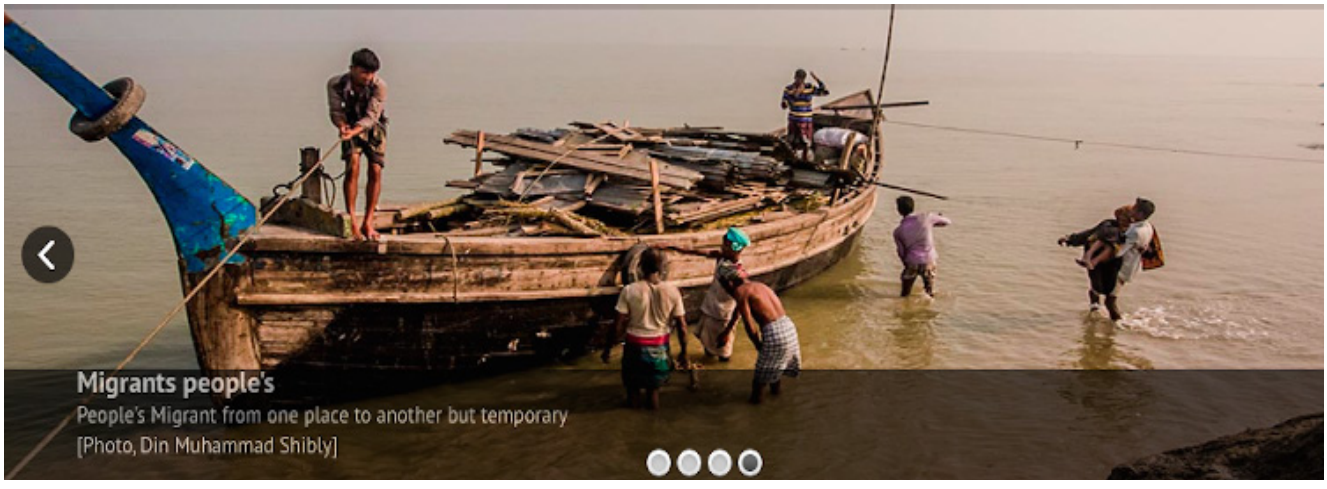

১. অভিবাসন ইস্যু কেন বাংলাদেশের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই মুহূর্তে প্রায় ৮০ লাখ বাংলাদেশী কর্মরত আছেন। এদের অধিকাংশই আছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এবং দেশের রেমিটেন্স আয়ের সিংহভাগই প্রেরণ করেন এরা। বাংলাদেশের জিডিপি'র ৭.৯% আসে এই রেমিটেন্স থেকে। প্রবাসী শ্রমিকদের বড় অংশই অদক্ষ অথবা সামান্য দক্ষ। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীতে উন্নত দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং পরিচর্যা খাতে এই ধরনের শ্রমিকের চাহিদা আরও বাড়বে। অনেক দেশই অভিবাসনকে উন্নয়নের বড় হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করছে। যেমন, জার্মানী মানবাধিকার ও উন্নয়নকে সমন্বিত করে সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসন প্রত্যাশী মানুষদেরকে সে দেশে অভিবাসনের সুযোগ করে দিচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অব ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) এবং বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ৩০ মিলয়ন মানুষ স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হবে, কারণ উপকূলীয় এলাকার অধিকাংশ এলাকাই বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাবে। এই সংকট এখনই বেশ স্পষ্ট, ঢাকা বা শহরমুখী মানুষের স্রোত সেই আশংকাকেই সত্য প্রমাণ করে।

প্যারিস চুক্তিতে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রিতে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হলেও, ২০১৮ সালের মধ্যে ১.৫ ডিগ্রিতে রাখার আলোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো অতি বিপন্ন দেশগুলোর জন্য এই আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্যারিস চুক্তির আওতায় কার্বন কমানোর ব্যাপারে ইতিমধ্যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হলেও, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধি, দ্রুত এবং ধীর গতির দুর্যোগের মতো নানা সমস্যায় আরও ১০০ বছর ভুগতে হবে।

বাংলাদেশের রয়েছে অতিরিক্ত লোকসংখ্যা, যা এখন ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। উজানের দেশের পানি প্রত্যাহার বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন সংকটকে আরও তীব্র করে তুলবে। এর ফলে স্থানত্যাগ বা অভিবাসন সংকট নানা কারণেই বেড়ে যাবে, কেউ অভিবাসনে বাধ্য হতে পারেন, আবার কেউ কেউ ইচ্ছে করেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় স্থানত্যাগ করতে পারেন। বাংলাদেশকে বিশ্ব জুড়ে অভিবাসন প্রত্যাশী বাংলাদেশীদের জন্য ইতিবাচক জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। এর মানে এই না যে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি বিষয়টিকে গুরত্ব দিবে না। অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি বিষয়টি মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশকে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে।)

২. অভিবাসন এবং শরণার্থী ইস্যু: জাতিসংঘের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়

সময়ের ধারাবাহিকতায় অভিবাসন ও উদ্বাস্তু বিষয়টি জাতিসংঘের গুরত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে যারা স্থানত্যাগ বা দেশত্যাগে বাধ্য হন সেইসব শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানে রয়েছে ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশান। এই ধরনের শরণার্থীদের দেখভাল করার দায়িত্ব জাতিসংঘ শরণার্থী কমিশনের। স্থানচ্যুত বা অভিবাসী বলা হয় যারা রাজনৈতিক কারণ নয়, বরং অর্থনৈতিক কারণ, যুদ্ধ বা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা স্থানত্যাগ করেন তাদেরকে। ইন্টারন্যাশনাল অফিস

ফর মাইগ্রেশন (IOM) এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছে এবং কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা আহবান করেছে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর। এই সভার উদ্যোক্তা জাতিসংঘ মহাসচিবের ৯ মে ২০১৬ সালের একটি প্রতিবেদনে এই দুটি বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা হয়েছে এবং কিছু কর্মসূচির প্রস্তাবনা করা হয়েছে।

৩. প্যারিস চুক্তিতে পরাজিত জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তু ইস্যু, UNFCCC প্রক্রিয়া থেকেও কিছু পাওয়ার আশা নেই

আমাদের প্রধানমন্ত্রী ২০০৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় সব উচ্চ পর্যায়ের শীর্ষ সম্মেলনে জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তু বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন, এর পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। জাতিসংঘের বিভিন্ন সভাতেও তিনি এই বিষয়ে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু আলোচনার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি ছিল অন্যতম বিষয়। কানকুন চুক্তিতে এই সংক্রান্ত ১৪.এফ ধারা ছিল বাংলাদেশের একটি বড় অর্জন। কিন্তু বর্তমান পরিবেশ ও বন মন্ত্রীর সময়কালে জলবায়ু স্থানচ্যুত বিষয়টি আড়ালে চলে গেছে। প্যারিস আলোচনায় বিষয়টি তেমন কোনও গুরুত্বই পায়নি এবং শেষ পর্যন্ত প্যারিস চুক্তির বাইরেই রয়ে যায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি। জাতিসংঘের অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির মতো প্যারিস চুক্তির ধরন হলো, সবাই একমত না হলে চুক্তি কার্যকর হবে না। তাই বাংলাদেশের সুযোগ ছিল এই ব্যাপারে আপত্তি জানানো, কিন্তু বাংলাদেশ জলবায়ু আলোচক দল এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারেননি।

ওয়ারশ মেকানিজমের আওতায় ক্ষতি ও বিপর্যয় (লস এন্ড ডেমেজ) সংক্রান্ত আলোচনায় এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার আশা খুবই কম। উন্নত দেশগুলোর এই ব্যাপারে তীব্র আপত্তি রয়েছে। কিন্তু সুশীল সমাজ, বিশেষ করে বাংলাদেশী সুশীল সমাজের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজ এই বিষয়ে সোচ্চার রয়েছেন। ২০০৭ সাল থেকে সুশীল সমাজ বিভিন্ন সময় সভা-সোমিনার, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, সাক্ষরতা প্রচারাভিয়ান ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতৃবৃদ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সুশীল সমাজের এই আন্দোলন এখনও চলমান।

৪. জলবায়ু তাড়িত স্থানচ্যুতদের আশা এখনও জিইয়ে রেখেছে 'নানসেন ইনিশিয়েটিভ'

জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়টি একটি বিশেষ গতি পায় যখন নরওয়েজিয়ান সংস্থা নানসেন ইনেশিয়েটিভ ২০১২ সাল থেকে গুরুত্বের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করা শুরু করে। নানসেন একজন নরওয়েজিয়ান নাগরিক যিনি জলবায়ু তাড়িত স্থানচ্যুতি বিষয়ে কাজ করেন এবং নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এই উদ্যোগে প্রশংসনীয় গতি আসে যখন নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়টি গ্রহণ করে এবং পরে বাংলাদেশও এই উদ্যোগে যুক্ত হয়। ২০১৩-১৫ সালে তারা এই বিষয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশে বেশ কয়েকটি কর্মশালার আয়োজন করে। ২০১৫ সালের অক্টোবরে জেনেভায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যেখানে বিশ্বের প্রায় ১০৯টি রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে। সম্মেলন থেকে দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের আলোকে আন্ত: সীমান্ত স্থানচ্যুতদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা এজেন্ডা নামের একটি ঘোষণাপত্র আসে। এই এজেন্ডা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ব মানবিক কর্মকাণ্ড বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন (World Humanitarian Summit)- এও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত স্থানচ্যুতির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। জার্মানী এবং বাংলাদেশের নেতৃত্বে ইস্তানবুলের ঐ সম্মেলনে ২০১৬ সালের ২৩ মে প্লাটফরম অন ডিজাস্টার ডিসপ্লেইসমেন্ট- এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। বর্তমানে জার্মানী এর সভাপতি এবং বাংলাদেশ সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ৩০টিদেশ এখন পর্যন্ত এই প্লাটফরমে যোগ দিয়েছে। এই প্লাটফরম যেসব বিষয়ে একমত ঘোষণা করেছে সেগুলো হলো: (১) জ্ঞান ও তথ্য সংক্রান্ত দূরত্ব দূর করা, (২) স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে আন্ত সীমান্ত স্থানচ্যুতি প্রতিরোধ, কমানো এবং মোকাবেলায় চিহ্নিত কর্মসূচিগুলোর ব্যবহার বাড়ানো, (৩) নীতিগত সামঞ্জস্য বিধান, মানুষের চলাচল সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা, (৪) দূরত্ব আছে বা পার্থক্য আছে এমন বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে নীতিগত ও আদর্শগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

আগামী অক্টোবরে এই প্লাটফরমের টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে জেনেভায়। এ প্লাটফরমটি এই পর্যন্ত আসতে পেরেছে মূলত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

৫. জাতিসংঘ সম্মেলনে বৃহদকার স্থানচ্যুতি ও অভিবাসন নিয়ে আশা

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায় কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আরও দুটি বড় অর্জন সম্ভব হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ সম্মেলনের খসড়া ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক আলোচ্য বিষয় সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আলোচ্য বিষয়টির শিরোনাম

হলে: বিশ্বজুড়ে নিবিড়, নিরাপদ, সুশৃংখল এবং নিয়মিত অভিবাসনের লক্ষ্যে (Towards A Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration). এটি ২৯ জুলাই ঘোষিত খসড়া সমঝোতা স্মারকের একটি সংযুক্তি হিসেবে স্থান পেয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামী সম্মেলনে এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হবে এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১৮ সালের মধ্যে এই বিষয়ে একটি নিবিড় কার্যকাঠামো গ্রহণ করকে সক্ষম হবেন।

খসড়া ঘোষণাপত্রের ১.১ ধারায় স্পষ্টভাবে দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত স্থানচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এর সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্র পর্যায়ের স্বেচ্ছামূলক বিভিন্ন ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুশীল সমাজ, যারা স্থানচ্যুতদের অধিকার নিয়ে কাজ করেন, তারা এই ঘোষণাকে একটি ভীতু উদ্যোগ (Timid Effor) হিসেবে অভিহিত করেছেন যদিও তারা এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রস্তাবকে (Towards a Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) অন্তর্ভুক্ত করাকে স্বাগত জানান। তারা আশা করেন, জাতিসংঘ ২০১৮ সালের মধ্যে বৈশ্বিক কার্যকাঠামো গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

৬. জলবায়ু তাড়িত অভিবাসন সম্পর্কিত কর্মপন্থা সংক্রান্ত চুক্তি এবং জাতিসংঘ সম্মেলন সফল করতে কতিপয় প্রস্তাবনা:

এই বিষয়ে সাফল্য নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার এবং সুশীল সমাজকে যথেষ্ট পূর্ব পরিস্থিতি নিতে হবে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবনা:

(১) যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এই বিষয়ে অনুরোধ করতে পারেন এবং বিভিন্ন দেশে অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় অভিবাসন সংক্রান্ত নতুন নিবিড় নীতিমালা ও কার্যকাঠামো প্রণয়ন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক তার স্বীকৃতির দাবি করতে পারেন।

(২) একটি জাতীয় জলবায়ু কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যার দায়িত্ব হবে জাতীয় বাজেট এবং পরিকল্পনায় জলবায়ু অভিযোজনকে সমন্বিত করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জলবায়ু আলোচনায় নেতৃত্ব দেওয়া। এই কমিশনে সুশীল সমাজ, পরিকল্পনা কমিশন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে। এই কমিশনের অধীনে ট্রাস্ট ফান্ড এবং রেজিলিয়েন্স ফান্ডসহ সকল জলবায়ু তহবিলকে নিয়ে আসতে হবে। যেহেতু আন্তর্জাতিক আলোচনার ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ, তাই এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের চেয়ে কমিশনকে প্রধান্য দিতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক জ্ঞান ও দক্ষতা এবং প্রচুর পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তু বিষয়ের উপর প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন। জলবায়ু অর্থায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচ্চতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করারও আবশ্যক। শ্রীলংকা ইতিমধ্যে এই ধরনের একটি জলবায়ু কমিশন গঠন করেছে এবং ভারত ও পাকিস্তানে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় আছে।

(৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায় অর্জিত আরও একটি সাফল্য হলো বাংলাদেশে গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্টের (জিএফএমডি) আগামী সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে। আগামী ৮ থেকে ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই সম্মেলনে ১৩২টি রাষ্ট্র অংশ নিবে। পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত শহিদুল হক উক্ত সভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশের অসাধারণ কনসেপ্ট নোটের কারণে ইতিমধ্যে এই সভা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। এই কনসেপ্ট নোটের শিরোনাম: Migration that works for Sustainable Development for All: Towards a Transformative Migration Agenda

২০১৮ সালের মধ্যে নিরাপদ, সুশৃংখল এবং নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করতে এই ফোরাম ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার এবং সুশীল সমাজকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ

যোগাযোগ

সৈয়দ আমিনুল হক, ফোন: ০১৭১৩৩২৮৮১৫, ইমেইল: aminul@coastbd.net

মোস্তফা কামাল আকন্দ, ফোন: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.net

সচিবালয়

ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী , ঢাকা -১২০৭

ফোন:+৮৮ ০২ ৮১২৫১৮১, ৯১১৮৪৩৫, ৯১২০৩৫৮ ইমেইল: info@coastbd.net